ঐকতান

HARMONY

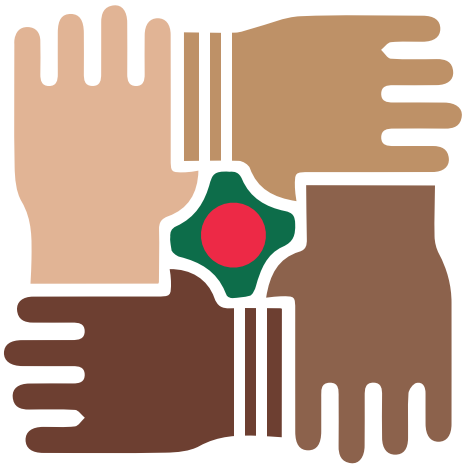

UK International Development
Partnership | Progress | Prosperity

YOUTH ENDING HUNGER BANGLADESH

The Hunger Project
BANGLADESH

সম্পাদনা উপদেষ্টা
ড. শাহনাজ করিম

সম্পাদক
শশাঙ্ক বরণ রায়
ওলিউল ইসলাম

সহযোগী সম্পাদক
মোস্তাফিজুর রহমান সজল
আরমান আরাফাত অনিক
হাদিউজ্জামান
সানজিদা রশীদ
নাজনিন আরা শিম্পা
মো: সাব্বির হোসেন সম্পদ

ডিজাইন ও মুদ্রণে
ইনোসেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭/১, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সহযোগিতায়
চার্চ অব ইংল্যাণ্ড এবং ইউকে এইড

প্রকাশনায়
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ
হেরাল্ডিক হাইট্স, ২/২, ব্লক-এ
মোহাম্মদপুর, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৭

কর্মসূচি প্রসঙ্গে

'এজেন্টস অব চেঞ্জ: এ বাংলাদেশ ফ্রিডম অফ রিলিজিওন অর বিলিফ লিডারশিপ ইনিশিয়েটিভ' কর্মসূচিটি মানুষের ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার অধিকার বিষয়ে ধারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ধর্ম বা বিশ্বাসের কারণে সৃষ্ট বৈষম্য হ্রাস এবং সামাজিক বিদ্বেষের মাত্রা কমানোর লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। কর্মসূচিটি তরুণদের নেতৃত্ব বিকাশ ও ক্ষমতায়ন, নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ, অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি এবং প্রধান অংশীদারদের সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট রয়েছে।

চার্চ অব ইংল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের সহায়তায় হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচিটি বাংলাদেশের আটটি জেলায় পরিচালিত হচ্ছে: বরিশাল, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঢাকা, নওগাঁ, রংপুর, সাতক্ষীরা এবং সুনামগঞ্জ। কর্মসূচিতে মূলত চারটি দলের মানুষকে সংলাপের মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে: তরুণ সমাজ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় পর্যায়ের সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, যারা ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং সম্প্রীতি প্রসারে সক্রিয় রয়েছেন।

এই কর্মসূচিটি তরুণদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং ধর্মীয় ও নাগরিক নেতৃবৃন্দকে উৎসাহিত করে, যাতে তারা স্থানীয় ও নীতিগত পর্যায়ে সকলের জন্য ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং সম্প্রীতি নিশ্চিত করার জন্য সফলভাবে প্রচারণা চালানোসহ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এছাড়াও এই কর্মসূচি সুশীল সমাজের কর্মীদের ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং সম্প্রীতি প্রসার কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং সম্প্রীতিসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ওপর বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতে সংলাপ এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি করে।

এই কর্মসূচিটি পূর্ববর্তী 'ফিডম অফ রিলিজিওন অর বিলিফ (ফোর্ব) লিডারশিপ নেটওয়ার্ক' কর্মসূচির সাফল্য ও শিক্ষাগ্রহণের ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশে ফোর্ব লিডারশিপ নেটওয়ার্কের প্রসার ও গভীরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এর সম্পৃক্ততা ও নেটওয়ার্ক গঠনের কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করছে।

বৈচিত্র্যের রঙে সম্প্রীতির বার্তা

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ পরিচালিত 'এজেন্টস অব চেঞ্জ: এ বাংলাদেশ ফ্রিডম অফ রিলিজিওন অর বিলিফ লিডারশিপ ইনিশিয়েটিভ' কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে চট্টগ্রামের স্বেচ্ছাব্রতী তরুণরা সম্প্রীতির পথে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। চার্চ অব ইংল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ২০২৩ সাল থেকে চট্টগ্রামে এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের আয়োজনে তরুণ স্বেচ্ছাব্রতীদের জন্য তিন দিনের নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে অংশ নেয়া স্বেচ্ছাব্রতীদের পরবর্তী কার্যক্রম চট্টগ্রামে বেশ ইতিবাচক সাড়া ফেলে। তাদের কার্যক্রম একাধিক সাবেক সংসদ সদস্য এবং বর্তমান চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের সামনে উপস্থাপনা করে ব্যাপক প্রশংসিত হন। তাদের নেয়া উদ্যোগগুলো শুধু উৎসব বা আয়োজন নয়; এগুলো ছিল সমাজে একতার বার্তা পৌঁছে দেয়ার গল্প।

কুয়াশা উৎসব

সামাজিক সম্প্রীতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪ সালের ২০ জানুয়ারি তারিখে একটি 'কুয়াশা উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বাঙালি, চাকমা, মারমা, গারো, পাঙ্খুয়াসহ বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির তরুণরা তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরেন। শুরুতে একটি সাধারণ মেলা বা উৎসব মনে হলেও এর পেছনে ছিল সম্প্রীতির গভীর বার্তা। সমাজে ধর্মীয়ভাবে এবং জাতিগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের মানুষ আছে। সবাই যদি সবার সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ পায় এবং একসাথে একটি উৎসবে মিলিত হয়, তাহলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বাড়বে, সম্পর্ক তৈরি হবে, যেটি সম্প্রীতির ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা রাখবে। এটিই এই উৎসব আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং সামাজিক সম্প্রীতি সুরক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচির প্রশিক্ষণ থেকেই তরুণদের মধ্যে ধারণা আসে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মেলবন্ধন গড়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো সাংস্কৃতিক বিনিময়। এই প্রশিক্ষণে উল্লেখ করা হয়েছিল, একে অপরের প্রতি সম্মানই সম্প্রীতির ভিত্তি। তরুণদের আয়োজনে কুয়াশা উৎসব সেটিই প্রমাণ করে। উৎসবে ৫০ জনের বেশি তরুণ তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক খাবার ও ঐতিহ্য উপস্থাপন করেন। গানে, নৃত্যে এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় উঠে আসে বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির কারণেই এই উৎসবের মাধ্যমে তরুণ উদ্যোক্তারা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সংহতি দেখান।

সম্প্রীতির ভিডিও

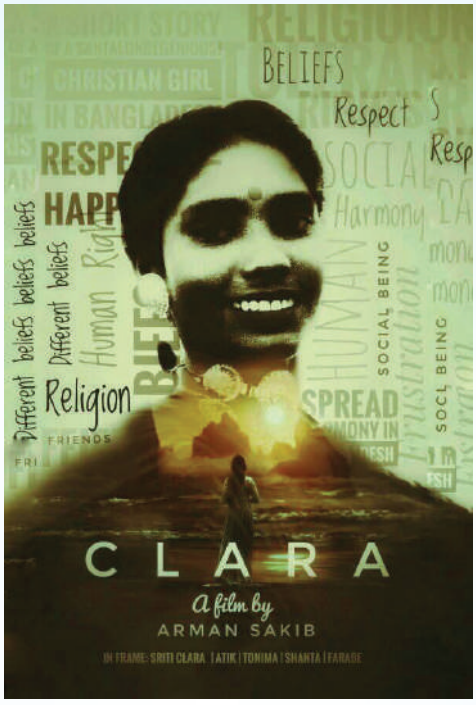

তরুণদের আরেকটি উদ্যোগ ছিল স্বল্পদৈর্ঘ্য সম্প্রীতির চলচ্চিত্র 'ক্লারা'। ২০২৪ সালের ৯ জুলাই প্রদর্শিত এই স্বল্পদৈর্ঘ্য সম্প্রীতির চলচ্চিত্রটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন ক্লারা নামের একজন খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী সাঁওতাল মেয়ে। ক্লারার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে, সমাজের বিদ্যমান বৈষম্য-বিদ্বেষের দেয়াল ভেঙে একজন সাঁওতাল মেয়েকে কীভাবে অন্য ধর্মের এবং অন্য জাতির মানুষেরা আপন করে নেয়। এটি দেখায়, সমাজে সবাই চাইলেই একসঙ্গে থাকতে পারে। একই সঙ্গে এর মাধ্যমে সমাজে ধর্ম এবং জাতিগত সম্প্রীতির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

এছাড়াও তারা 'আমি বাংলায় গান গাই' সঙ্গীতের সুরে শ্রেণী, ধর্ম ও জাতির বিভেদ ভুলে সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে আরও একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য সম্প্রীতির চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রচার করেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত 'এজেন্টস অব চেঞ্জ: এ বাংলাদেশ ফ্রিডম অফ রিলিজিওন অর বিলিফ লিডারশিপ ইনিশিয়েটিভ' কর্মসূচির প্রশিক্ষণ কর্মশালা থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে এই চলচ্চিত্র তৈরির ধারণা আসে। স্বেচ্ছাব্রতী তরুণরা জানে, গল্প বলার মাধ্যমে, ন্যারেটিভের মাধ্যমে সামাজিক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া সবচেয়ে কার্যকর। চলচ্চিত্র দুটি দেখিয়েছে, ভিন্নধর্ম বা জাতিগত পটভূমি থেকে মানুষও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটি সুন্দর সম্প্রীতির সমাজ তৈরি করতে পারে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে সামাজিক সম্প্রীতি কর্মশালা

সম্প্রীতি বিষয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তরুণ স্বেচ্ছাব্রতীরা সামাজিক সম্প্রীতি কর্মশালা আয়োজন করে থাকেন। এসব কর্মশালায় বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেন। ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার চট্টগ্রামের তরুণরা সমাজের প্রায় সকল ক্ষেত্রে অধিকার ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্মশালার আয়োজন করেন। তাদের এই ব্যতিক্রমি উদ্যোগে শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একজন সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ বিশেষজ্ঞের সহায়তায় সম্প্রীতি কর্মশালা পরিচালনা করা হয়। কর্মশালাটি চট্টগ্রামের আমেরিকান সেন্টারের সহায়তায় তাদেরই অফিস স্পেসে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে আমেরিকান সেন্টারের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে অবহিত করা হয়।

মৈত্রী বৈঠক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মৈত্রী বৈঠক' নামে একটি নিয়মিত সম্প্রীতি সভার আয়োজন করছেন ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকরা। এই সভায় বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের শিক্ষার্থীরা একত্রিত হন। তারা তাদের নিজ নিজ বিশ্বাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পরস্পরকে অবহিত করেন। এই বৈঠক শুধু বিনোদনের জায়গা নয়; এটি ভিন্নতা থেকে একতা খুঁজে পাওয়ার একটি উদ্যোগ। বৈঠকে প্রতিযোগিতা, পাঠচক্র এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে সম্প্রীতির বার্তা ছড়ানো হয়। 'এজেন্টস অব চেঞ্জ: এ বাংলাদেশ ফ্রিডম অফ রিলিজিওন অর বিলিফ লিডারশিপ ইনিশিয়েটিভ' কর্মসূচির প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা থেকে শেখা সংলাপ ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কৌশলই এই বৈঠককে সফল করেছে। এই বৈঠক শুধু একটি আয়োজন নয়; এটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যবোধ তৈরির একটি শক্তিশালী মাধ্যমও বটে।

ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের স্বেচ্ছাব্রতী তরুণরা বিশ্বাস করেন, ছোট ছোট উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনা যায়। তারা সেই বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপ দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

তারুণ্যের হাতে সম্প্রীতির আল্পনা

সাতক্ষীরায় ২০২৩ সালে সম্প্রীতির এক নতুন অভিযাত্রা সূচিত হয়। ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের তরুণ স্বেচ্ছাসেবকরা বুঝতে পারেন, ধর্মীয় বা জাতিগত বিভেদ বা বিদ্বেষ ঘোচানোর অন্যতম কৌশল সবার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন। এর ফলে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সম্প্রীতি আরও গভীর হয়। তাদের মনে হয়, যদি তারা ভিন্ন পরিচয়ের মানুষদের সঙ্গে মেশে, তাহলে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই অভিপ্রায়ের তারা সিদ্ধান্ত নেন, শুধু কথার মাধ্যমে নয়, কাজের মাধ্যমেও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে।

সাতক্ষীরার এই তরুণরা ২০২৩ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ পরিচালিত 'ফোর্ব লিডারশিপ নেটওয়ার্ক' কর্মসূচির উদ্যোগে আয়োজিত তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণে অংশ নেন, যেখানে সামাজিক সংহতি এবং সমাজের সাধারণ মানুষের সাথে কাজের মাধ্যমে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার কৌশল, বৈচিত্র্য, সুরক্ষা, নেতৃত্ব বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০২৪ সালে 'এজেন্টস অব চেঞ্জ: এ বাংলাদেশ ফ্রিডম অফ রিলিজিওন অর বিলিফ লিডারশিপ ইনিশিয়েটিভ' কর্মসূচি শুরু হয়। উল্লেখ্য, চার্চ অব ইংল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য সরকারের সহযোগিতায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এই কর্মসূচিটি পরিচালনা করছে।

তরুণদের নেতৃত্বে পরিচালিত সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগের প্রথম ধাপে তারা জেলায় চারটি 'সামাজিক সম্প্রীতি ইউনিট' গঠন করেন। এরপর স্থানীয় পর্যায়ে প্রচারাভিযান পরিচালনা, কর্মশালা আয়োজন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তারা মানুষের চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। তাদের লক্ষ্য ছিল, ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং সমাজে সম্প্রীতির মেলবন্ধন তৈরি করা। সেই ভাবনা থেকেই শুরু হয় একটি নতুন উদ্যোগ। উদ্যোগাট হলো বড়দিন উপলক্ষে ক্যাথলিক গির্জায় আল্পনা আঁকা এবং সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া।

২০২৪ সালের ২২ ডিসেম্বরের সন্ধ্যা। ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে আলোচনার এক প্রাণবন্ত মুহূর্ত। হঠাৎ এক স্বেচ্ছাসেবকের কাছ থেকে প্রস্তাব আসে, "চল, সামনের ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে ক্যাথলিক গির্জায় কিছু উদ্যোগ নেয়া যাক।" সেই প্রস্তাবটি দ্রুত সবার মাঝে সাড়া ফেলে। পরিকল্পনা করা হয়, গির্জার আঙিনা পরিষ্কার, আল্পনা আঁকা এবং একটি গণস্বাক্ষর প্রচারণা আয়োজনের।

পরিকল্পনার প্রথম ধাপ ছিল অনুমতি নেওয়া। ক্যাথলিক গির্জার খ্রীষ্টধর্মীয় সম্মানিত ব্যক্তি হেনরি সরদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ফোনে প্রস্তাবটি তুলে ধরা হলে, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। কিছুক্ষণ পর চার্চ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তিনি জানিয়ে দেন, তোমরা প্রস্তুতি নাও। ফাদারকে সব জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২৩ ডিসেম্বর সকাল ১০টা। ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের ১০ জন সদস্য কেয়া, সমাপ্তি, রুমা, মুশফিক, অমিত, তাপস, হৃদয়, ইমরান, জেরিন ও উৎপল ক্যাথলিক গির্জায় উপস্থিত হন। প্রথমেই ফাদার নরেন বৈদ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তারা পরিকল্পনার বিস্তারিত জানান। ফাদার তাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান এবং কাজের জন্য উৎসাহ দেন।

কাজের প্রথম ধাপে গির্জার আঙিনা পরিষ্কার শুরু হয়। ঝাড়ু দেওয়া, জঞ্জাল সরানো এবং পানির সাহায্যে জায়গাগুলো ধোয়ার কাজ চলতে থাকে। রং-তুলি কেনার জন্য একজন সদস্যকে চার্চের সিস্টার সোনালি দফাদারের সঙ্গে পাঠানো হয়। বাকিরা আঙিনা পরিষ্কারে ব্যস্ত থাকেন। পরিচ্ছন্নতার কাজটি শুধু একটি স্থানে সুন্দর পরিবেশ তৈরি নয়, বরং সম্প্রীতির প্রতীক হিসেবে পুরো এলাকাকে মানবিকভাবে সুন্দর করে তোলার জন্য তারা আয়োজন করেন।

দুপুর ১২টা নাগাদ আঙিনা পরিষ্কার হয়ে গেলে শুরু হয় আল্পনা আঁকার কাজ। প্রথমে চকখড়ি দিয়ে ডিজাইন করা হয়। কেউ রং-তুলি দিয়ে সেই ডিজাইন জীবন্ত করে তুলতে শুরু করেন। আল্পনার অংশ হিসেবে স্বাগতবার্তা এবং ধন্যবাদলিপি যোগ করা হয়। গির্জার পরিবেশ যেন এক নতুন মাত্রা পায়।

সঙ্গে সঙ্গে চলছিল 'সম্প্রীতির অঙ্গীকার গণস্বাক্ষর' প্রচারণার ব্যানার প্রস্তুত এবং তা টাঙানোর কাজ। প্রকল্পের প্রশিক্ষণে শেখানো হয়েছিল, সম্প্রীতির বার্তা সবার কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এ ধরনের গণস্বাক্ষর একটি কার্যকর মাধ্যম হতে পারে। স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যানারটি এমনভাবে স্থাপন করা হয়, যাতে সবাই সহজেই তাতে স্বাক্ষর করতে পারেন।

বিকেল চারটা। গির্জার আঙিনা পুরোপুরি বদলে গেছে। পরিচ্ছন্নতা, রঙিন আল্পনা এবং সিগনেচার ক্যাম্পেইনের ব্যানার জায়গাটিকে নতুন রূপ দিয়েছে। কাজ শেষ হলে সবাই একে অপরের দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্টির হাসি হাসেন। গির্জার এই নতুন চেহারা দেখে সদস্যদের মনে গর্ব এবং আনন্দ তৈরি হয়।

ঠিক তখনই উপস্থিত হন চার্চের ফাদার নরেন বৈদ্য এবং সিস্টার তেরেজা গমেজ। তারা কাজ দেখে অভিভূত হন। সবার সামনে কাজের প্রশংসা করে বলেন, "তোমাদের এই উদ্যোগ আমাদের গির্জার জন্য যেমন, তেমনি পুরো এলাকাবাসীর জন্য একটি অনুপ্রেরণা। তোমাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।" ফাদারের এই কথায় সেদিন স্বেচ্ছাসেবকদের চোখে আনন্দের ঝিলিক দেখা যায়।

সবশেষে ফাদার এবং সিস্টারদের সঙ্গে একটি ফটোসেশন হয়। সেই ছবি শুধুমাত্র একটি মুহূর্ত ধারণ করে না, এটি ধারণ করে সম্প্রীতির বার্তা এবং ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের দীক্ষার সাফল্য। সম্প্রীতির এই বার্তা আগামীতেও বহমান থাকবে বলেই সাতক্ষীরার তরুণ স্বেচ্ছাসেবকরা বিশ্বাস করেন।

রংপুরের তরুণদের সম্প্রীতির আলোকযাত্রা

২০২৪ সালের আগস্ট। বাংলাদেশ তখন রাজনৈতিক অস্থিরতায় টালমাটাল। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের ফলে পতন ঘটেছে সরকারের, দেশ ছেড়েছেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী। এই অস্থির সময়ে রংপুরের তরুণ স্বেচ্ছাসেবকরা এক ভিন্ন গল্প রচনা করলেন। ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষায় একত্রিত হয়ে তারা এমন কিছু উদ্যোগ নেন, যা শুধু রংপুর নয়, পুরো দেশের জন্য উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

রংপুরে সম্প্রীতির এই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার রংপুরের সামাজিক সম্প্রীতি ইউনিটসমূহ। ২০২৩ সালে এই ইউনিটগুলোর যাত্রা শুরু হয়, যেখানে অগ্রাধিকার দেয়া হয় ধর্ম অথবা বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং সামাজিক সম্প্রীতিকে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয় চার্চ অব ইংল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের সহায়তায় এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ পরিচালিত 'ফোর্ব লিডারশিপ নেটওয়ার্ক' কর্মসূচির অংশ হিসেবে। এইসব ইউনিটের উদ্যোগে 'এজেন্টস অব চেঞ্জ: এ বাংলাদেশ ফ্রিডম অফ রিলিজিওন অর বিলিফ লিডারশিপ ইনিশিয়েটিভ' কর্মসূচির আওতায় ২০২৪ সালে আয়োজন করা হয় দুটি তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ, যা তরুণদের মধ্যে নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সমাজে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত হয়। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল তরুণদের এমনভাবে গড়ে তোলা, যেন তারা নিজ নিজ এলাকায় সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারেন। তিন দিনের এই প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ৬০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। প্রশিক্ষণের শেষে চারটি সামাজিক সম্প্রীতি ইউনিট গঠন করা হয়, যারা সরাসরি নিজ নিজ এলাকায় সম্প্রীতি রক্ষার কার্যক্রমে অংশ নেন।

সামাজিক সম্প্রীতি ইউনিটগুলো স্থানীয় পর্যায়ে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের অধিকার রক্ষায় কাজ শুরু করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা এবং ধর্মীয় ভিন্নতাকে সেতুবন্ধনে রূপান্তর করা। তাই তারা আয়োজন করে সম্প্রীতি কর্মশালা, সামাজিক মাধ্যমে তথ্যের সত্যতা যাচাই কর্মশালা, আঞ্চলিক বিতর্ক উৎসব এবং সামাজিক মাধ্যমে প্রচারাভিযান ইত্যাদি কর্মসূচি, যার মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে সহনশীলতা ও বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধা করার মানসিকতা গড়ে ওঠে।

বিশেষ করে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরে যখন দুর্গাপূজার সময় ঘনিয়ে এল, তখন স্বেচ্ছাসেবকরা দুর্গাপূজার সময়ে হামলা ও সংঘাতের ঝুঁকি মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ নেন। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল আতঙ্ক দূর করা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সেসময় দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দুর্বল ছিল এবং সাম্প্রদায়িক সহিংসতার

কিছু ঘটনা, যা অতীতে ঘটেছিল; তার প্রেক্ষিতে এই সময়ে গুজবের প্রভাব বেশি ছিল। এই প্রেক্ষাপটে স্বেচ্ছাসেবকরা ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের গ্যালারি রুমে 'সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি সভা' আয়োজন করেন। সভায় বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ৮৪ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। এদের মধ্যে নারী ৩০ জন ও পুরুষ ৫৪ জন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দও উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভার আলোচনাতে মূলত তারা শহরের কোন কোন জায়গায় সহিংসতার ঝুঁকি আছে, তা চিহ্নিত করে সহিংসতার ঝুঁকি মোকাবিলায় যৌথভাবে কাজ করার একটি কর্মকৌশল ঠিক করেন। এসময় আলোচনা থেকে উঠে আসে একটি অসাধারণ প্রস্তাব। রংপুরে একটি সম্প্রীতি টিম গঠন করা হবে, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের তরুণরা নেতৃত্ব দেবে। এই টিমের কাজ হবে যেকোনো সহিংসতার ঝুঁকি মোকাবিলা করা এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয় গড়ে তোলা, যাতে সমাজে স্থায়ী শান্তি বজায় থাকে।

গুজব যে সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে, তা উপলব্ধি করে স্বেচ্ছাসেবকরা এরপর দুটি 'তথ্য যাচাই কর্মশালা' আয়োজন করেন। কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল যাতে স্বেচ্ছাসেবকরা সামাজিক মাধ্যমে গুজব ও ঘৃণা প্রতিরোধ করতে পারেন এবং সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, ধর্মীয় সহিংসতা, কোনো বিশেষ মানুষের প্রতি সহিংসতা মোকাবিলা করতে পারেন এবং তারা যাতে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে আস্থা তৈরি করতে পারেন। দুটি কর্মশালায় মোট ৬৯ জন অংশ নেয়, তাদের মধ্যে নারী ছিলেন ৪৫ জন এবং পুরুষ ২৪ জন। এই কর্মশালাগুলোতে তরুণদের গুজব প্রতিরোধ ও সঠিক তথ্য যাচাইয়ের কৌশল শেখানো হয়।

রংপুরের তরুণ স্বেচ্ছাসেবকরা এছাড়াও আয়োজন করে সম্প্রীতি সংলাপ, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির প্রতিনিধি, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ, ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেন। এই সংলাপে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা শেয়ার করা হয়, যা পারস্পরিক বোঝাপড়াকে আরও গভীর করে।

তরুণ স্বেচ্ছাব্রতীরা আয়োজন করে 'তারুণ্যের বিতর্ক উৎসব ২০২৫ # যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'সম্প্রীতি ও সুশাসন'। এই আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভিন্নমতকে সম্মান করার মানসিকতা গড়ে তোলা। রংপুরের ২৪টি দল নিয়ে ৪ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ৭ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় ২৫০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এই বিতর্ক প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুক্তি, সহনশীলতা, এবং সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেয়।

ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার রংপুর ইউনিটের তরুণরা প্রমাণ করেছেন, সঠিক নেতৃত্ব এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ সামাজিক পরিবর্তনের বড় হাতিয়ার হতে পারে। তাদের প্রচেষ্টার ফলে রংপুরে শুধু সম্প্রীতির বাতাস বইছে না; এটি ভবিষ্যতের জন্য এক শক্তিশালী ভিত্তিও তৈরি করছে। এই তরুণরা এখন আরও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারা ভবিষ্যতেও গুজব প্রতিরোধ, সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে কাজ করে যাবেন। রংপুরের এই গল্প আমাদের দেখায়, তরুণদের হাতে সমাজের পরিবর্তন সম্ভব। ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতির পথে রংপুরের তরুণরা সত্যিই একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

বরিশালের কুইক রেসপন্স টিম: সংকটে মানুষের পাশে মানবিক নেতৃত্ব

বরিশালে ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের সামাজিক সম্প্রীতি ইউনিট 'রুট ইন' গঠিত হয়েছিল ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া সদস্যদের নিয়ে। চার্চ অব ইংল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য সরকারের সহায়তায় এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ পরিচালিত 'এজেন্টস অব চেঞ্জ: এ বাংলাদেশ ফ্রিডম অফ রিলিজিওন অর বিলিফ লিডারশিপ ইনিশিয়েটিভ' কর্মসূচির আওতায় এই প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। তিন দিনের এই প্রশিক্ষণ স্বেচ্ছাসেবীদের মানসিকতায় গভীর পরিবর্তন আনে, যা সমাজে ধর্মীয় সম্প্রীতি, সহনশীলতা এবং শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাদের অঙ্গীকারকে আরও শক্তিশালী করে। এই প্রশিক্ষণের ফলেই তারা শিখেছিলেন, সংকটের মুহূর্তে নেতৃত্ব দেওয়া এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য কীভাবে উদ্যোগ নিতে হয়।

২০২৪ সালের ৬ আগস্ট। নির্জন সন্ধ্যা। বরিশালের সামাজিক সম্প্রীতি ইউনিট 'রুট ইন'-এর সমন্বয়কারী মেহরাব আহমেদ জয় ফোন করলেন ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের জাতীয় যুগ্ম সমন্বয়কারী হাদিউজ্জামানকে। জয় বলেন, "সারাদেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি, বরিশালেও সহিংসতা বাড়ছে। আমরা কি বসে থাকব? ট্রেনিং তো পেয়েছি, কিছু করা দরকার।" হাদিউজ্জামান একটু থেমে বললেন, "তুমি ঠিক বলেছ, কিন্তু নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কাজ করতে হবে। যারা কাজ করতে আগ্রহী, তাদের নিয়ে একটি টিম গঠন করো।"

৭ আগস্ট মেহরাব তার ইউনিটের সদস্যদের নিয়ে সভা ডাকেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় একটি 'কুইক রেসপন্স টিম' গঠন করার। প্রশিক্ষিত এই দলকে তিনি বললেন, "আমরা যে ট্রেনিং নিয়েছি, সেটি শুধু শিখে রাখার জন্য নয়। আজ প্রয়োগের সময় এসেছে। হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই।" 'এজেন্টস অব চেঞ্জ: এ বাংলাদেশ ফ্রিডম অফ রিলিজিওন অর বিলিফ লিডারশিপ ইনিশিয়েটিভ' কর্মসূচি থেকে পাওয়া প্রশিক্ষণ তাদের মনে একটাই বিশ্বাস গেঁথে দিয়েছে। সমাজে পরিবর্তন আনতে চাইলে উদ্যোগ নিতে হবে। খুবই দ্রুত গতিতে জাতীয় যুগ্ম-সমন্বয়কারী হাদিউজ্জামানের মেন্টরশিপে গঠিত হলো বরিশালের কুইক রেসপন্স টিম। ছয় সদস্যের এই টিমের দায়িত্ব হলো অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় সহযোগিতায় করা, সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং লুটতরাজ প্রতিরোধ।

টিম গঠনের পরপরই শুরু হয় কাজ। একটি শক্তিশালী বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য ডিজিটাল পোস্টার তৈরি করা হয়। পোস্টারে লেখা ছিল, "আমরা আছি আপনার পাশে। সহিংসতা নয়, সম্প্রীতির পথে হাঁটুন।" পোস্টারটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মাত্র একদিনেই এটি তিন হাজারের বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যায় এবং বরিশালের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফোন আসা শুরু হয়।

প্রথম ফোনটি আসে বরিশালের একটি এলাকা থেকে। একদল দুর্বৃত্ত একটি সংখ্যালঘু পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে। খবর পেয়েই কুইক রেসপন্স টিম সেনাবাহিনীর স্থানীয় ইউনিটকে জানায় এবং দ্রুত মোটরসাইকেল নিয়ে ঘটনাস্থলে যায়। তাদের উপস্থিতি, স্থানীয়দের সমর্থন এবং প্রশিক্ষণ থেকে শেখা কৌশল কাজে লাগিয়ে তারা হামলা প্রতিরোধ করে। রক্ষা পায় সেই পরিবারটি।

এরপর একে একে ২১টি ফোন কল আসে। বরিশালের ভেতর থেকে আসে ১৭টি, আর বাকি চারটি আসে পাশের জেলা থেকে। প্রতিটি ঘটনায় কুইক রেসপন্স টিম দক্ষতার সঙ্গে দ্রুত সাড়া দেয়। তাদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সমন্বয় এবং স্থানীয়দের সহযোগিতায় সহিংসতার ১৮টি ঘটনায় তারা সরাসরি ঘটনাস্থলে গিয়ে সহিংসতা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। লুটপাট, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা এবং সরকারি স্থাপনায় নাশকতার প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে দেয়। তবে সব ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। এক জায়গায় যাওয়ার আগেই একজন ব্যক্তিকে গুরুতরভাবে আহত করে দুর্বৃত্তরা। তার হাত-পা কেটে ফেলা হয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে পুরো দল শোকাহত হয়ে পড়ে। কিন্তু শোক তাদের দমাতে পারেনি। বরং তারা আরও শক্তভাবে সংকল্প নেয়, এমন কিছু আর ঘটতে দেওয়া যাবে না।

এই কুইক রেসপন্স টিমের উদ্যোগ শুধু বরিশালেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, অন্য জেলার তরুণরাও অনুপ্রানিত হয়। একই সঙ্গে এই উদ্যোগ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও প্রভাব ফেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সামাজিক সম্প্রীতি ইউনিট "রুট ইন"-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। তারা সবাই মিলে একটি ঘোষণা দেয় "সারা দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা এবং সরকারি স্থাপনায় ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবাদে সক্রিয় হোন।" দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ পরিচালিত 'এজেন্টস অব চেঞ্জ: এ বাংলাদেশ ফ্রিডম অফ রিলিজিওন অর বিলিফ লিডারশিপ ইনিশিয়েটিভ' কর্মসূচির উদ্যোগে পরিচালিত প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া নেতৃত্ব, সংঘাত সমাধানের দক্ষতা এবং সামাজিক সম্প্রীতির শিক্ষা বরিশালের তরুণদের শুধু সাহসী করে তোলেনি, তাদের উদ্যোগকেও টেকসই করে তুলেছে।

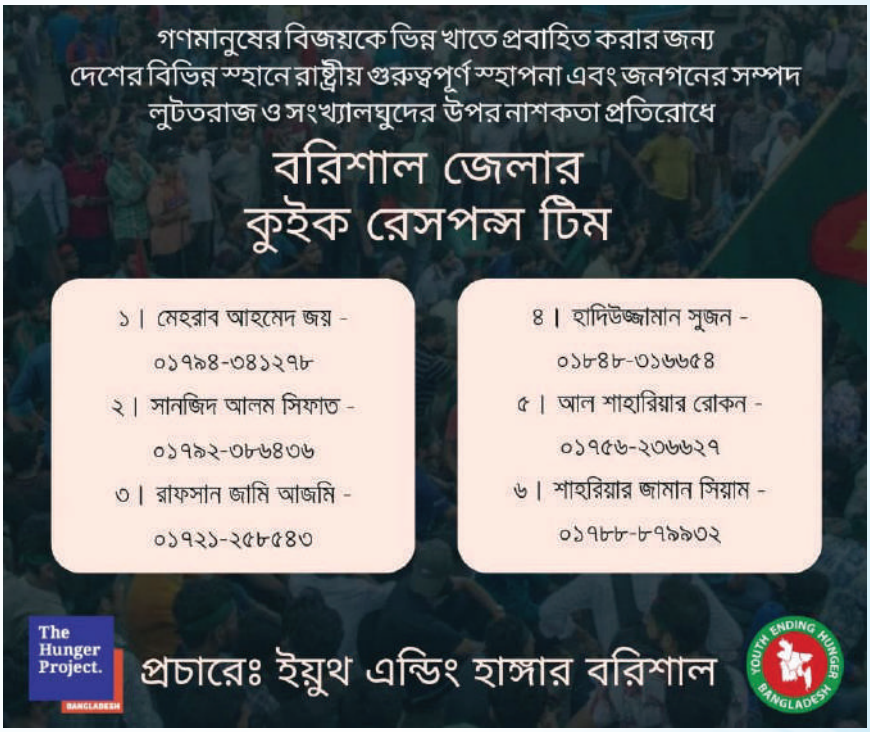

সম্প্রীতির শক্তি

রুদ্র পাল (ছদ্মনাম) সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের ভূগোল বিভাগের স্নাতক তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। তার গ্রামের বাড়ি পাশের জেলায়। পড়াশোনার জন্য সাতক্ষীরায় একটি হোস্টেলে থাকেন। স্নাতক প্রথম বর্ষ থেকেই সে স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠন ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত। সামাজিক মাধ্যমে অনেক বন্ধুদের নিয়মিত যোগাযোগ হয়। তাদেরই একজন এক মুসলিম মেয়ের সাথেও তার বন্ধুত্ব ছিল, যাকে সে 'দিদি ভাই' বলে ডাকতেন। এই সম্পর্ক ছিল নিখাদ, বন্ধুত্ব আর পারস্পরিক শ্রদ্ধায় গড়া।

২০২৪ সালের শুরুতে সেই সরল সম্পর্ক ঘিরেই এক ভয়াবহ গুজব ছড়িয়ে পড়ে। বলা হয়, রুদ্র মুসলিম মেয়েদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে হিন্দু ধর্মে রূপান্তরিত করেন। এমনকি তার বিরুদ্ধে শারীরিক সম্পর্কের ভিত্তিহীন অভিযোগও সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করা হয়। এই মিথ্যা প্রচার রুদ্র এবং তার মুসলিম বন্ধুটিকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। পরিবার, বন্ধুবান্ধব থেকে দূরে বসবাস করায় রুদ্র নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকেন এবং মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। পরবর্তীতে গুজবের প্রভাব কিছুটা কমে এলেও ৫ আগস্ট ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার প্রবল গণঅভ্যুত্থানে সরকার পতন এবং শেখ হাসিনার পলায়নের পর দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার সেই সময় রুদ্রকে নিয়ে অপপ্রচার আবারও বাড়তে শুরু করে। এবার অপপ্রচারের মাত্রা আরও ভয়াবহ হয়। বলা হতে থাকে, রুদ্র শুধু মুসলিম মেয়েদের ধর্মান্তরিত করেই ক্ষান্ত হননি, বরং এর পেছনে একটি বড় ষড়যন্ত্র কাজ করছে। এর ফলে রুদ্রকে তার আশেপাশের মানুষও সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। তবে এবার রুদ্র দিশাহীন হয়ে পড়েননি।

রুদ্র ইতোমধ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ পরিচালিত 'এজেন্টস অব চেঞ্জ: এ বাংলাদেশ ফ্রিডম অফ রিলিজিওন অর বিলিফ লিডারশিপ ইনিশিয়েটিভ' কর্মসূচির মাধ্যমে ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন। তিন দিনের এই প্রশিক্ষণ ছিল তার জীবনের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়। সেখানে তিনি শেখেন, কীভাবে সংকটকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় এবং সমাজে সামাজিক সম্প্রীতির দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করা যায়।

প্রশিক্ষণ শেষে রুদ্র এবং তার সহযোদ্ধারা একটি সামাজিক সম্প্রীতি ইউনিট গঠন করেন। এই ইউনিটের মাধ্যমে তারা প্রচারাভিযান পরিচালনা, কর্মশালা আয়োজন এবং মানুষকে সচেতন করার কাজ শুরু করেন। রুদ্র বোঝেন, সমাজে সম্প্রীতি বজায় রাখতে মানসিক পরিবর্তন আনা এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রচার করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, গণমান্য ব্যক্তি, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের যুক্ত করা হয়।

প্রশিক্ষণসহ পরবর্তী সামগ্রিক অভিজ্ঞতা রুদ্রকে তার বিরুদ্ধে চলমান অপপ্রচার মোকাবিলার সাহস যোগায়। তিনি যোগাযোগ করেন ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের সাতক্ষীরা জেলার জেলা সমন্বয়কারী সমাপ্তি গাইন সেতুর সঙ্গে। সমাপ্তি মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনেন, তাকে শান্ত থাকার পরামর্শ দেন এবং থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করার পরামর্শ দেন। তিনি আশ্বস্ত করেন যে, পুরো ইউনিট রুদ্রের পাশে থাকবে।

রুদ্র সাহস সঞ্চয় করে থানায় জিডি করতে যান। এই যাত্রায় তার পাশে দাঁড়ায় ইনামুল হোসেন, যিনি তার আগের ব্যাচের তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং সাতক্ষীরা জেলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক। ইনামুলের সহায়তায় রুদ্র গুজব মোকাবিলার কৌশল শিখে নেন। আইনগত ব্যবস্থা এবং স্বেচ্ছাব্রতী তরুণদের সম্মিলিত উদ্যোগে গুজব মোকাবিলার মাধ্যমে একটি বড় ধরনের অঘটনের ঝুঁকি থেকে রুদ্র নিজেকে রক্ষা করেন।

রুদ্রের এই সাহসিকতা শুধু তার নিজের জন্য নয়, বরং তার এলাকার তরুণদের জন্যও এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তার ভাষায়, "দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত 'এজেন্টস অব চেঞ্জ: এ বাংলাদেশ ফ্রিডম অফ রিলিজিওন অর বিলিফ লিডারশিপ ইনিশিয়েটিভ' কর্মসূচির প্রশিক্ষণ আমাকে শুধু সংকট মোকাবিলা করতে শেখায়নি, বরং দেখিয়েছে, কীভাবে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে হয়। সঠিক দিকনির্দেশনা থাকলে যে কোনো সংকটকে সম্প্রীতির শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়।"

রুদ্রের এই গল্প আমাদের শেখায়, সংকটের অন্ধকারেও আশার আলো জ্বলে। সাহস, সহানুভূতি এবং সঠিক দিকনির্দেশনা থাকলে সমাজের বিভাজন দূর করে সম্প্রীতির সেতু গড়ে তোলা যায়।

কক্সবাজারে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতির প্রচারে তরুণ নেতৃত্ব

কক্সবাজারে স্বেচ্ছাব্রতী তরুণদের উদ্যোগে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হচ্ছে। এই সফলতার পিছনে ছিল দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ পরিচালিত 'এজেন্টস অব চেঞ্জ: এ বাংলাদেশ ফ্রিডম অফ রিলিজিওন অর বিলিফ লিডারশিপ ইনিশিয়েটিভ' কর্মসূচি, যা চার্চ অব ইংল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য সরকারের সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে। কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণদের সম্প্রীতির পথে সম্পৃক্ত করার জন্য কক্সবাজারে চারটি ব্যাচে তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

তিন দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করেন ১২০ জন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। প্রশিক্ষণে তরুণদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানোর পাশাপাশি তাদের নেতৃত্বগুণ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হয়। প্রশিক্ষণের পর, স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষার্থীরা ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে আটটি সামাজিক সম্প্রীতি ইউনিট গঠন করেন, যার মাধ্যমে তারা কমিউনিটির মধ্যে আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়া এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে কাজ শুরু করেন।

এই ইউনিটের সদস্যরা প্রথমে কক্সবাজারের স্থানীয় স্কুল এবং কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতির গুরুত্ব নিয়ে কয়েকটি কর্মশালার আয়োজন করেন। কর্মশালাগুলোর মাধ্যমে তারা স্থানীয়দের জানান, ধর্মীয় স্বাধীনতা শুধু একটি অধিকার নয়, এটি সমাজে শান্তি এবং সম্প্রীতি বজায় রাখার মূলমন্ত্র। এর ফলে ইউনিটের তরুণরা শুধু শিক্ষার্থীদের মধ্যে নয়, পুরো কমিউনিটিতেও সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দেয়।

তরুণরা এখানেই থেমে থাকেননি; তারা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ধর্মীয় নেতা এবং সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক মঞ্চে বসে সংলাপ শুরু করেন। এই সংলাপগুলোর মাধ্যমে ধর্মীয় স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিষয়ে সকলের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়। সকলেই একমত হন যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য একে অপরকে সমর্থন জানানো প্রয়োজন।

কক্সবাজারে তরুণদের এই কার্যক্রমের ফলে সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধার সংস্কৃতি বিস্তৃত হচ্ছে। সম্প্রীতি ইউনিটের স্বেচ্ছাব্রতী তরুণরা তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে কক্সবাজার জেলা ইসলামী ফাউন্ডেশনকে যুক্ত করেন। মসজিদের ইমামদের শুক্রবারের খুতবায় ধর্মীয় সম্প্রীতি এবং সহাবস্থানের বার্তা প্রচারের নির্দেশনা দেওয়া জন্য তারা ইসলামী ফাউন্ডেশনকে অনুরোধ করেন। তাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে ইসলামী ফাউন্ডেশন এই নির্দেশনা জারি করে, যা কক্সবাজারের মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে শান্তি এবং সম্প্রীতি প্রচারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তরুণদের এই উদ্যোগ কক্সবাজারে সামাজিক একত্রীকরণকে শক্তিশালী করে, যা ধর্মীয় নেতাদের অনুপ্রাণিত করে। পরবর্তীতে এই ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ শান্তিপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কমিউনিটি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থান এবং সরকার পরিবর্তনের পর, কক্সবাজারে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং সহিংসতার শঙ্কা দেখা দেয়। পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের সামাজিক সম্প্রীতি ইউনিটসমূহের তরুণরা সেই সময় থেমে থাকেননি। তারা সহিংসতা প্রতিরোধ এবং শান্তি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্থানীয় প্রশাসন, ধর্মীয় নেতা এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তারা বিশেষভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেন।

তাদের সতর্ক প্রচেষ্টা এবং সক্রিয় ভূমিকা কক্সবাজারে সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। কক্সবাজারের সামাজিক সম্প্রীতি ইউনিটের তরুণরা প্রমাণ করেন, যখন তরুণরা এক হয়ে কাজ করেন, তখন সমাজে শান্তি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো বাধাই তাদের থামাতে পারে না।

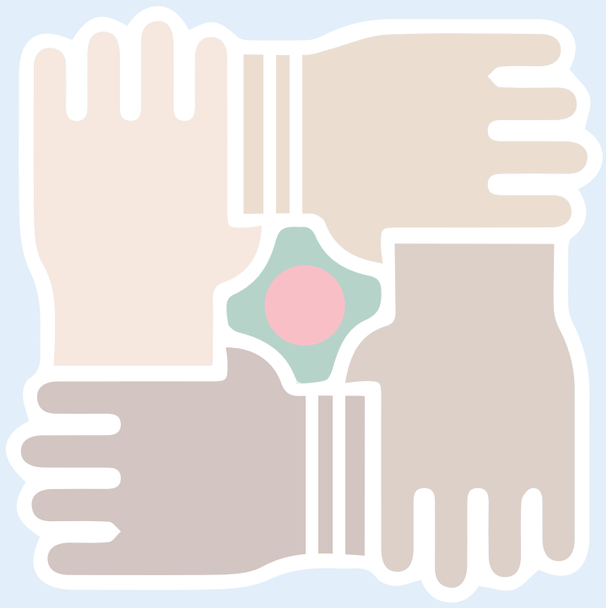

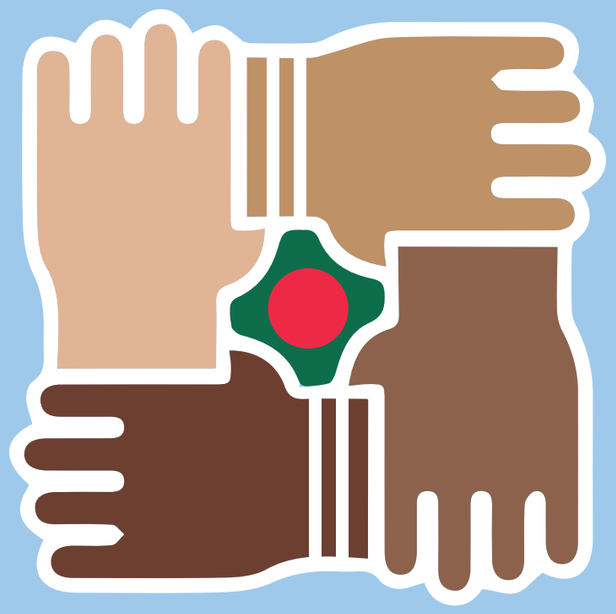

UK International Development
Partnership | Progress | Prosperity

YOUTH ENDING HUNGER BANGLADESH

The Hunger Project.
BANGLADESH

ঐকতান

HARMONY

UK International Development
Partnership | Progress | Prosperity

YOUTH ENDING HUNGER BANGLADESH

The Hunger Project.
BANGLADESH